মহীতোষ নন্দী মহাবিদ্যালয়
দর্শন বিভাগ

আলোচ্য বিষয় – নীতিবিদ্যার স্বরূপ ও পরিধি

Philosophy Honours
Semester - VI
(CBCS)

Tufan Ali Sheikh
Assistant Professor in Philosophy
Mahitosh Nandy Mahavidyalaya

ইংরেজী ‘এথিক্স' (Ethics) শব্দটি এসেছে গ্রীক শব্দ 'এথিকা' (Ethica) থেকে, যার অর্থ “রীতি- নীতি' বা ‘অভ্যাস।”

‘Ethics’-কে আবার ‘মর‍্যাল ফিলসফি' (Moral Philosophy) বা নীতি-দর্শন'ও বলা হয়। ‘মরাল’ (moral) শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ 'মোরেস' (Mores) থেকে এবং 'মোরেস' শব্দের অর্থও হচ্ছে ‘রীতি-নীতি বা 'অভ্যাস’।

কাজেই বলা হয় যে, এথিক্স বা নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মানুষের রীতিসম্মত আচরণ বা অভ্যাসজাত আচরণ।

নীতিবিদ্যার সংজ্ঞাঃ-

ম্যাকেঞ্জি নীতিবিদ্যার সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেছেন,

"Ethics may be defined as the study of what is right or good in conduct."

A Manual of Ethics, - J. S, Mackenzie.

অর্থাৎ, "এথিক্স বা নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় হল মানুষের চরিত্র (character) বা আচরণের (conduct) ঔচিত্য বা ভালত্ব"।

'কনডাক্ট' হচ্ছে চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ— কনডাক্ট বা আচরণের মাধ্যমেই মানুষের চরিত্র প্রকাশ পায়। কাজেই, বলা যায়, যে শাস্ত্র মানুষের চারিত্রিক বহিঃপ্রকাশের অর্থাৎ আচরণের ভালত্ব বা মন্দত্ব নিয়ে আলোচনা করে তাকেই বলা হয় 'এথিক্স' বা 'নীতিবিদ্যা'।

নীতিবিদ্যা সংজ্ঞা প্রসঙ্গে অধ্যাপক লিলির (Lillie) বলেছেন –

"We may define ethics as the normative science of conduct of human beings living in societies science which judges this conduct to be right or wrong, to be good or bad, or in some similar way."

An Introduction to Ethics. W. Lillie. P. 1-2.

অর্থাৎ, 'নীতিবিদ্যা হল সমাজে বসবাসকারী মানুষের আচরণ সম্বন্ধীয় এমন এক আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান যেখানে মানুষের আচরণ উচিত কি অনুচিত, ভাল কি মন্দ, বা অনুরূপ বিচার করা হয়'।

নীতিবিদ্যার মূল বৈশিষ্ট্যঃ-

অধ্যাপক লিলি প্রদত্ত নীতিবিদ্যার সংজ্ঞা থেকে নীতিবিদ্যার নিম্নোক্ত মূল বৈশিষ্ট্যগুলি হল -

১. নীতিবিদ্যা একটি বিজ্ঞান।

২. নীতিবিদ্যা আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান।

৩. নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় আচরণ।

৪. নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় মানুষের আচরণ।

এবং ৫. নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় সমাজে বসবাসকারী মানুষের আচরণ।

প্রথমত :-

নীতিবিদ্যা একটি বিজ্ঞান। 'বিজ্ঞান' বলতে বোঝায়, কোন বিশেষ প্রকার বস্তু ও ঘটনা সম্পর্কে যুক্তিসম্মত ও সুসংবদ্ধ জ্ঞানভাণ্ডার। এখানে 'যুক্তিসম্মত' শব্দটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সাধারণজ্ঞানও জ্ঞান, যদিও তা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের মতো যুক্তিসম্মত নয়।

প্রত্যেক বিজ্ঞানের নির্দিষ্ট আলোচ্য বিষয় থাকে। কোন বিজ্ঞানই জগতের সমুদয় বস্তু ও ঘটনা নিয়ে আলোচনা করে না। বিজ্ঞান হচ্ছে বিশেষ প্রকার বস্তু বা ঘটনা সম্পর্কে বিশিষ্টজ্ঞান।

নীতিবিদ্যারও এক বিশেষ আলোচ্য বিষয় আছে এবং তা হল, মানুষের স্বেচ্ছাকৃত কর্মের নৈতিকবিচার এবং ঐ বিচার করা হয় যুক্তিসম্মতভাবে যাতে তা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে। এই অর্থে, নীতিবিদ্যাও একটি বিজ্ঞান।

দ্বিতীয়তঃ-

নীতিবিদ্যা এক আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান (Normative science), তথ্যনিষ্ঠ বা বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান (Positive science) নয়। বাস্তবে যা ঘটে তাকে বলে 'তথ্য' বা 'ব্যাপার'। যে সব বিজ্ঞান তথ্য বা ব্যাপারের বর্ণনা দেয়, তাদের বলে ‘তথ্যনিষ্ঠ' বা 'বস্তুনিষ্ঠ' বিজ্ঞান। আদর্শ হল তাই যা বাস্তবে ঘটে না কিন্তু যা ঘটা উচিত।

আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞানে কোন এক আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়বস্তুর মূল্য নির্ধারণ করা হয়। মানবজীবনের সত্য, শিব (কল্যাণ বা মঙ্গল) ও সুন্দর তিনটি এই তিনটি আদর্শকে পরমাদর্শ (summm-bomum) বলা হয়। এই তিনটি আদর্শের ওপর নির্ভর করে তিনটি আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে — যুক্তিবিজ্ঞান (Logic), নীতিবিদ্যা (Ethics) ও নন্দনতত্ত্ব বা সৌন্দর্যবিজ্ঞান (Aesthetics)।

শিব বা কল্যাণকে আদর্শরূপে গ্রহণ করে নীতিবিদ্যা মানুষের আচরণ ভাল না মন্দ তা বিচার করে। কাজেই, নীতিবিদ্যা এক আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান।

তৃতীয়তঃ-

নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে আচরণ (conduct)। 'আচরণ' বলতে বোঝায় 'মানুষের স্বেচ্ছাকৃত কর্ম' বা 'ঐচ্ছিকক্রিয়া' (voluntary actions)। ঐচ্ছিকক্রিয়ার ক্ষেত্রে ইচ্ছা সম্পর্কে কর্মকর্তার চেতনা থাকতে পারে, আবার নাও থাকতে পারে।

'ঐচ্ছিকক্রিয়া' বলতে আসলে বোঝায় সেইসব ক্রিয়াকে যাদের কর্মকর্তা ইচ্ছা হলে করতে পারে, আবার ইচ্ছা হলে না-করতেও পারে। অর্থাৎ ইচ্ছার দ্বারা যেসব ক্রিয়ার (তা সচেতন হতে পারে, আবার সচেতন নাও হতে পারে) পরিবর্তন সাধন কর্মকর্তার পক্ষে সম্ভব সেসবই হচ্ছে ঐচ্ছিক ক্রিয়া। এই অর্থে, অভ্যস্তক্রিয়াও (habitual action) ব্যক্তির আচরণ রূপে গ্রাহ্য হবে। এবং তা নৈতিক বিচারের (ভালত্ব/মন্দত্ব বিচারের) বিষয়বস্তু হবে।

চতুর্থতঃ-

কেবল মানুষের আচরণই নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়, মনুষ্যেতর প্রাণীর ক্রিয়াকলাপ নয়। গৃহস্বামীর প্রতি পরিবারের সদস্যদের আনুগত্য প্রকাশকে যেমন 'ভাল' বলে বিচার করা যায়, প্রভুর প্রতি গৃহপালিত কুকুরের আনুগত্য প্রকাশকে তেমনি 'ভাল' বলে বিচার করা যাবে না।

এর কারণ হল, কুকুরের আনুগত্য প্রকাশ ঐচ্ছিকক্রিয়া নয়; ইচ্ছাপূর্বক কুকুরটি যেমন আনুগত্য প্রকাশ করে না, তেমনি ইচ্ছাপূর্বক আনুগত্য প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকতেও পারে না, অর্থাৎ ইচ্ছাপূর্বক কুকুরটি তার ক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। কিন্তু পরিবারের কোন সদস্য যেমন তার ইচ্ছা অনুসারে গৃহস্বামীর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে, তেমনি বিরূপ ইচ্ছা হলে সে ঐ আনুগত্য প্রকাশ নাও করতে পারে।

পঞ্চমতঃ-

নীতিবিদ্যা সমাজে বসবাসকারী মানুষের আচরণ নিয়ে আলোচনা করে। সমাজের পটভূমিতেই মানুষের কাজের নৈতিক বিচার – ভালত্ব-মন্দত্বের বিচার— সম্ভব। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে কেন্দ্র করেই মানুষের আচরণকে 'ভাল' অথবা 'মন্দ', 'ন্যায়' অথবা 'অন্যায়' বলা যেতে পারে। যে মানুষ তার আচার-আচরণের দ্বারা অন্যকে প্রভাবিত করে না এবং অন্যের আচার-আচরণের দ্বারা নিজেও প্রভাবিত হয় না, তাকে 'ভাল' অথবা 'মন্দ' কিছুই বলা যাবে না।

অ্যারিস্টটল্ (Aristotle) যথার্থই বলেছেন,

“যে মানুষ সমাজে বসবাসের উপযোগী নয়, অথবা স্বনির্ভর হওয়ায় সমাজ যার কাছে প্রয়োজনীয় নয়, সেই অসামাজিক জীব হয় পশু অথবা দেবতা”।

The End